

## সূরা ৭০ : মা'আরিজ, মাক্কী

## ৭০ - سورة المعارج، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৪৪, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ৪৪, رُكُوعَاتُهَا : ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত -	۱. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
২। কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।	۲. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ
৩। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী।	۳. مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ
৪। মালাক/ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।	۴. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
৫। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর, পরম ধৈর্য।	۵. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا
৬। তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর।	۶. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا
৭। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন।	۷. وَنَرْنَاهُ قَرِيبًا

## কিয়ামাত দিবসে তাড়াতাড়ি বিচার করার অনুরোধ করা হবে

এখানে **بِعَذَابٍ** এর মধ্যে যে, **ب** অক্ষরটি রয়েছে তা এটাই বলে দিচ্ছে যে, এ জায়গায় **فَعْل** এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে যেন **فَعْل** উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ এই কাফিরেরা শাস্তি চাওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

**وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ تُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ**

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি কখনও ভংগ করেননা। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৭) অর্থাৎ তাঁর আযাব ওর নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই আসবে এবং তা রদ করারও কেহ নেই।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফী (রহঃ) **سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ** আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, এখানে কাফিরদের শাস্তি প্রদান করার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা বলা হয়েছে যা তাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। (তাবারী ২৩/৫৯৯) ইব্ন আবী নাযিহ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি **سَأَلَ سَائِلٌ** সম্পর্কে বলেছেন যে, এক ব্যক্তি বিচারের শাস্তি ত্বরান্বিত করার জন্য (কিয়ামাত দিবসে) অনুরোধ করবে। তাদের এই আযাব চাওয়ার শব্দগুলিও কুরআন কারীমে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

**اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنْ**

**السَّمَاءِ اَوْ اَتَيْنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ**

হে আল্লাহ! এটা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ : ৩২) (তাবারী ২৩/৫৯৯) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

**لِّلْكَافِرِيْنَ** **وَاقِعٍ** এ শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত, এটা প্রতিরোধ করার কেহ নেই।

## ‘মা'আরিজ’ ও ‘রুহ’ শব্দের বিশ্লেষণ

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীর অনুসারে ذِي الْمَعَارِج এর অর্থ হল শ্রেণী বিশিষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান বিশিষ্ট। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, ذِي الْمَعَارِج এর অর্থ হল আকাশের সোপানসমূহ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল উর্ধ্বরোহন করা। অর্থাৎ এই আযাব ঐ রবের পক্ষ হতে অবতারিত যিনি এসব গুণ বিশিষ্ট। মালাক/ফেরেশতা এবং রুহ তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

‘রুহ’ শব্দের তাফসীর করতে গিয়ে আবু সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এটা এক প্রকারের সৃষ্টজীব যা মানুষ নয়, কিন্তু মানুষের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যযুক্ত। আমি বলি যে, সম্ভবতঃ এর দ্বারা জিবরাঈলকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে এবং এটা হবে خاص এর সংযোগ عام এর উপর। আর এও হতে পারে যে, এর দ্বারা আদমের (আঃ) সন্তানদের রুহ উদ্দেশ্য। কেননা এটাও কবয হওয়ার পর আকাশের দিকে উঠে যায়। যেমন বারা (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, যখন মালাক পবিত্র রুহ বের করেন তখন ওটাকে নিয়ে মালাইকা এক আকাশ হতে অন্য আকাশে উঠে যান। শেষ পর্যন্ত সপ্ত আকাশের উপর উঠে যান।

## ‘কিয়ামাত দিবসের এক দিনের সমান পঞ্চাশ হাজার বছর’ এর ব্যাখ্যা

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ : এটা হবে এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ সম্পর্কে বলেন যে, ইহা হল বিচার দিবস। এ হাদীসটির বর্ণনাক্রম সহীহ। শাওরী (রহঃ) সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী) যাহ্‌হাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। আলী ইব্ন আবী তালহা تُعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (রহঃ) আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেছেন : ইহা হল

কিয়ামাত দিবস যখন সেখানের এক দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তাবারী ২৩/৬০৩)

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু উমার আল ঘাদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আমি আবু হুরাইরার (রাঃ) সাথে বসা ছিলাম। তখন বানি আমির ইব্ন সা'সাহ গোত্রের এক লোক তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। বলা হল, এই লোকটি বানি আমির গোত্রের সবচেয়ে ধনশালী ব্যক্তি। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন : তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসুন। সুতরাং ঐ লোকটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন : আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। বানি আমির গোত্রের লোকটি বলল : হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আমার একশত লাল বর্ণের উট, এক শত বাদামী বর্ণের উট ... রয়েছে। এভাবে সে বিভিন্ন রংয়ের উট, বিভিন্ন গোত্রের দাস-দাসী এবং ঘোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার বেড়ীর বর্ণনা দিচ্ছিল। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) তাকে বললেন : আপনার ঘোড়া ও অন্যান্য পশুর পদাঘাত হতে সাবধান থাকুন। তিনি বার বারই এ কথা বলছিলেন। অবশেষে আমির গোত্রের লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং সে জিজ্ঞেস করল : হে আবু হুরাইরাহ! এর অর্থ কি? আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : যাদের উট আছে অথচ তার হক আদায় করেনা তাদের জন্য রয়েছে 'নাঈদাহ' এবং 'রিসবিহা'। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নাঈদাহ এবং রিসবিহা কি? তিনি বললেন : উহা হল কঠিনতম এবং সহজতর অবস্থা। কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে (পশুগুলিকে) পূর্বের তুলনায় আরও বেশী শক্তিশালী ও মোটা তাজা করে উপস্থিত করা হবে। তারা সংখ্যায় হবে অনেক এবং হিংস্র। অতঃপর তাদেরকে তাদের মালিকসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে উপস্থিত করা হবে এবং তারা তাদের মালিককে পদদলিত করতে থাকবে। যখন ঐ দলের শেষ পশুটির পদদলন করা শেষ হবে তখন প্রথম পশুটি আবার শুরু করবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোনো ব্যক্তির যদি গরু থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার গরুর সংখ্যাও

কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি গরুও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হচ্ছে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী। কোন ব্যক্তির যদি ছাগল থাকে এবং পৃথিবীতে তার সুসময়ে কিংবা দুঃসময়ে উহার যাকাত না দিয়ে থাকে তাহলে তার ছাগলের সংখ্যাও কিয়ামাত দিবসে আরও বাড়িয়ে দেয়া ও মোটা তাজা করা হবে এবং হিংস্র করা হবে। অতঃপর ওগুলিকে ওর মালিককেসহ একটি বিস্তীর্ণ খোলা মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর ওরা ওদের মালিককে ওদের খুর দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং তাদের শিং দ্বারাও আঘাত করতে থাকবে। ঐগুলির মধ্যে এমন একটি ছাগলও থাকবেনা যার শিং থাকবেনা, আর না তাদের শিং বাঁকা থাকবে। এভাবে প্রতিদিন আযাব চলতে থাকবে, যে দিনের পরিমান হবে পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সবার বিচারের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব দেয়া চলতেই থাকবে। অতঃপর সে (যাকাত অনাদায়কারী) জানতে পারবে যে, সে জাহান্নামী না কি জান্নাতী।

অতঃপর আমির গোত্রের লোকটি বলল : হে আবু হুরাইরাহ! তাহলে বলুন, ঐ উটগুলির জন্য আমাকে কি করতে হবে? আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন : তা হল এই যে, আপনার মূল্যবান উটকে যাকাত হিসাবে প্রদান করবেন, যে উট সবচেয়ে বেশী দুধ দেয় তা অন্যকে ধার দিবেন, উটে চড়ার গদী মানুষকে ধার দিবেন, পান করার জন্য উটের দুধ মানুষকে হাদীয়া দিবেন এবং প্রজননের জন্য নর উটকে ধার দিবেন। (আহমাদ ২/৪৮৯) ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ও নাসাঈও (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ২/৩০৪, ১২/৫)

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূতকারী যে ব্যক্তি ওগুলির হক আদায় করেনা ওগুলি দ্বারা পাত তৈরী করা হবে এবং তা জাহান্নামের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হবে ও তা দ্বারা তার ললাট,

পার্শ্বদেশ এবং পৃষ্ঠদেশে দাগিয়ে দেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা হবে পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এ শাস্তি চলতেই থাকবে যতদিন বিচার কাজ শেষ না হয়। অতঃপর সে তার পথ দেখে নিবে, জান্নাতের পথ অথবা জাহান্নামের পথ।' এরপর উটের ও বকরীর বর্ণনা রয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয় সাল্লাম হতে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, ঘোড়া তিন ব্যক্তির জন্য। এক ব্যক্তির জন্য ওটা পুরস্কার, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা রক্ষক এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য ওটা বোঝা।' (আহমাদ ২/২৬২) এ হাদীসটি পূরাপুরিভাবে সহীহ মুসলিমেরও রয়েছে। (হাদীস নং ২/৬৮২) এই রিওয়াযাতগুলিকে পূর্ণভাবে বর্ণনা করার ও সনদ এবং শব্দাবলী পূর্ণরূপে বর্ণনার জায়গা হল আহকামের কিতাবুয যাকাত। এখানে শুধুমাত্র এ শব্দগুলি দ্বারা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য আমাদের এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন এমন এক দিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

### রাসূলকে (সাঃ) ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :  
 فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে অবিশ্বাস করছে এবং আযাব তাদের উপর আপতিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে ওর জন্য যে তাড়াহুড়া করছে, এতে তুমি ধৈর্যহারা হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শূরা, ৪২ : ১৮) এ জন্যই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ এখানে বলেন : তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর, কিন্তু আমি দেখছি এটাকে আসন্ন। অর্থাৎ মু'মিনতো এর আগমন সত্য জানছে এবং বিশ্বাস রাখছে যে, এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। না জানি আকস্মিকভাবে কখন কিয়ামাত এসে পড়বে এবং আযাব আপতিত হবে। কেননা এর সঠিক সময়ের কথাতো আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। সুতরাং যার

আগমনে কোন সংশয় ও সন্দেহ নেই তার আগমন নিকটবর্তীই মনে করা হয়ে থাকে এবং ওটা এসে পড়ার ব্যাপারে সদা ভয় ও ত্রাস লেগেই থাকে।

৮। সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।	۸. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ
৯। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত।	۹. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
১০। এবং সুহৃদ সুহৃদদের খোঁজ খবর নিবেনা।	۱۰. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا
১১। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেদিনের শাস্তির বদলে দিতে চাবে তার সন্তান-সন্ততিকে,	۱۱. يُبْصَرُونَ <sup>ع</sup> يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَبْنِيهِ
১২। তার স্ত্রী ও ভাইকে,	۱۲. وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ
১৩। তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে যারা তাকে আশ্রয় দিত -	۱۳. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ
১৪। এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।	۱۴. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ
১৫। না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি -	۱۵. كَلَّا إِنَّهَا لَأُتَّى
১৬। যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে।	۱۶. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى
১৭। জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ	۱۷. تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى

প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল -	
১৮। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রাখছিল।	۱۸. وَجَمَعَ فَأَوْعَى

### বিচার দিবসের ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُونُ الْجِبَالُ**

**كَالْعُهْنِ** যে শাস্তি তলব করছে ঐ শাস্তি ঐ তলবকারী কাফিরদের উপর ঐ দিন আসবে যেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হয়ে যাবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হল তেলের গাদের মত হয়ে যাবে। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন যে, পর্বতসমূহ হবে ধূনিত পশমের মত। (তাবারী ২৩/৬০৪) অন্য জায়গায় রয়েছে :

**وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ**

এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙ্গীন পশমের মত। (সূরা কা'রি'আহ, ১০১ : ৫) মহান আল্লাহ বলেন :

**وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبْصِرُونَهُمْ**

অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুর অথবা কোন নিকট আত্মীয় তার নিকট আত্মীয়ের কোন খবর নিবেনা। অথচ একে অপরকে মন্দ অবস্থায় দেখতে পাবে, কিন্তু নিজে এমন ব্যস্ত থাকবে যে, অন্য কেহকে কিছু জিজ্ঞেস করার খেয়ালই তার থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একে অপরকে দেখবে এবং চিনতেও পারবে, কিন্তু সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ**

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ : ৩৭) (তাবারী ২৩/৬০৫) অন্যত্র বলেন :

**يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا**

**مَوْلُودٌ هُوَ جَائِزٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ**



হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবেনা এবং সন্তানও কোন উপকারে আসবেনা তার পিতার। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। (সূরা লুকমান, ৩১ : ৩৩) আরও বলেন :

وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১৮) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ১০১) অন্যত্র বলেন :

يَوْمَ يَفِرُّ الْكَرُءُ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ. لِكُلِّ أَمْرٍ  
مَّتَّهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে তার মাতা, তার পিতা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যস্ত রাখবে। (সূরা আ'বাসা, ৮০ : ৩৪-৩৭) মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَذِ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ. وَصَاحِبَتُهُ  
وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ.

‘অপরাধী সেই দিনের শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই হবার নয়।’ হায়! এটা কতই না মর্মান্তিক দৃশ্য! সেই দিন মানুষ তার কলিজার টুকরা এবং নিজের শাখা ও মূল এবং সবকিছুকেই মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করতে প্রস্তুত থাকবে, যেন

সে নিজে বেঁচে যায়! মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) **وَفَصِيلَتَهُ** এর অর্থ করেছেন নিজ গোত্র এবং নিকটাত্মীয়। (তাবারী ২৩/৬০৬) ইকরিমাহ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সে যে উপগোত্র থেকে এসেছে সেই উপগোত্র। আশহাব (রহঃ) মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'মা'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম ও উহার তাপের প্রচণ্ডতা বর্ণনা করে বলেন যে, উহা মানুষকে দগ্ধ করবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **نَزَاعَةً لِّلشَّوَى** এর অর্থ হচ্ছে মাথার চামড়া। (তাবারী ২৩/৬০৮) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং ছাবিত আল বুনানী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ এবং মুখমন্ডলের বিভিন্ন অংশ, ঠোঁট ইত্যাদি। (তাবারী ২৩/৬০৯) যাহ্বাক (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ইহা মাংস এবং চামড়া আঁচড়ে আঁচড়ে হাড়ি থেকে আলাদা করে ফেলবে এবং হাড়িডতে কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেছেন যে, ইহা হল হাড়িডর মজ্জা। ইব্ন যিয়াদ (রহঃ) বলেন যে, **شَوَى** এর অর্থ হচ্ছে হাড়িডসমূহ কেটে টুকরা টুকরা করা এবং চামড়াকে রূপান্তরিত করা এবং আবার তা পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৩/৬০৯)

সেই দিন মানুষ আত্মরক্ষার জন্য প্রিয় হতে প্রিয়তম জিনিসকেও মুক্তিপণ হিসাবে আন্তরিকভাবে দিতে চাইবে। কিন্তু কোন জিনিসই উপকারে আসবেনা। কোন বিনিময় ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবেনা। বরং ঐ আগুনের শান্তিতে নিক্ষেপ করা হবে যা হবে লেলিহান শিখায়ুক্ত এবং ভীষণভাবে প্রজ্জ্বলিত। তা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। অস্থিকে করে দিবে মাংস শূন্য। শিরাগুলিকে করে দিবে নিক্ষেপিত, পদনালী হয়ে যাবে কর্তিত, চেহারাকে করে দিবে কুৎসিত ও বিবর্ণ, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নষ্ট করে দিবে, অস্থি হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ। **تَدْعُو مِّنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى** এই আগুন সুন্দর ভাষায় ও উচ্চৈঃস্বরে ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং **وَجَمَعَ فَأَوْعَى** যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। যে মুখেও অস্বীকার করত এবং দৈহিক দিক থেকেও আমল পরিত্যাগ করত। যে সম্পদ শুধু জমা করেই রাখত এবং আল্লাহ তা'আলার

যরুরী নির্দেশের ক্ষেত্রে তা খরচ করতনা। এমনকি যাকাতও আদায় করতনা। হাদীসে রয়েছে : 'সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রেখনা, অন্যথায় আল্লাহও (পাপ) পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে রাখবেন।' (মুসলিম ২/৭১৩)

১৯। মানুষতো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিন্তা রূপে।	১৯. إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا
২০। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হতাশকারী।	২০. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا
২১। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয় অতি কৃপণ।	২১. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
২২। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত।	২২. إِلَّا الْمُصَلِّينَ
২৩। যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান।	২৩. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
২৪। আর যাদের সম্পদের নির্ধারিত হক রয়েছে -	২৪. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
২৫। প্রার্থী ও বঞ্চিতের।	২৫. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
২৬। এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।	২৬. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّومِ الدِّينِ
২৭। আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত,	২৭. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ

২৮। নিশ্চয়ই তাদের রবের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায়না -	২৮. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ
২৯। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।	২৯. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ
৩০। তাদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা।	৩০. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
৩১। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমা লংঘনকারী।	৩১. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
৩২। এবং যারা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।	৩২. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
৩৩। আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল,	৩৩. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ
৩৪। এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান -	৩৪. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سُحَافِظُونَ
৩৫। তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।	৩৫. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ

## মানুষ খুবই ধৈর্যহীন

এখানে মানব প্রকৃতির দুর্বলতা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা বড়ই অসহিষ্ণু ও অস্থির চিত্ত। যখন কোন বিপদে পড়ে তখন খুবই হা-হুতাশ করতে থাকে এবং নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে, যখন কোন কল্যাণ লাভ করে ও অবস্থা স্বচ্ছল হয় তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ। আল্লাহ তা'আলার হকের কথাও তখন সে ভুলে যায়।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু আবদুর রাহমান (রহঃ) জানিয়েছেন যে, মুসা ইব্ন আলী ইব্ন রাবাহ (রহঃ) তাদেরকে বলেছেন যে, তার পিতা আবদুল আজিজ ইব্ন মারওয়ান ইব্নুল হাকিম (রহঃ) থেকে শুনেছেন, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'মানুষের নিকৃষ্টতম জিনিস হল অত্যন্ত কৃপণতা ও চরম পর্যায়ের কাপুরুষতা।' (আহমাদ ২/৩০২) আবু দাউদ (রহঃ) এই হাদীসটি আবু আবদুর রাহমান আল মুকরীর (রহঃ) বরাতে আবদুল্লাহ ইব্নুল জাররাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ৩/২৬)

## আল্লাহ যাদের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেন তারা নিন্দনীয় স্বভাব হতে মুক্ত

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : **إِلَّا الْمُصَلِّينَ** তবে হ্যাঁ, এই নিন্দনীয় স্বভাব হতে তারাই দূরে রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রাহমাত রয়েছে এবং যারা চিরন্তনভাবে কল্যাণের তাওফীক লাভ করেছে। তাদের গুণাবলীর মধ্যে একটি বড় গুণ এই যে, তারা সম্পূর্ণভাবে যথাসময়ে সালাত কয়েম করে। তারা সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান থাকে। ফার্ষ সালাত তারা ভালভাবে আদায় করে। নিজেদের সালাতে তারা নম্রতা প্রকাশ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

**قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ**

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়, নম্র। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ১-২) আরাবরা বদ্ধ পানিকেও **دَائِمٌ مَّاءٌ** বলে থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, সালাতে ইতমিনান বা স্থিরতা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ধীরে

সুস্থে ও স্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ আদায় করেনা সে তার সালাতে সদা নিষ্ঠাবান নয়। কেননা সে সালাতে স্থিরতা প্রকাশ করেনা, বরং কাকের মত ঠোকর মারে। সুতরাং তার সালাত তাকে মুক্ত করাবেনা কিংবা পরিত্রাণ লাভে সহায়তা করবেনা। এটাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রত্যেক ঐ ভাল আমলকে বুঝানো হয়েছে যা স্থায়ী বা বিরতিহীন হয়। সহীহ হাদীসে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহর নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা চিরস্থায়ী হয়, (অর্থাৎ পূর্বাপর একই রকম) যদিও তা অল্প হয়।' (মুসলিম ১/৫৪১)

মহান আল্লাহ এরপর বলেন : যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের। **مَخْرُومٌ وَ سَائِلٌ** এর পূর্ণ তাফসীর সূরা যারিয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : এ লোকগুলি কর্মফল দিনকে সত্য বলে জানে। এ কারণেই তারা এমন সব আমল করে যাতে পুরস্কার লাভ করবে এবং আযাব হতেও পরিত্রাণ পাবে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের আরও গুণ বর্ণনা করছেন যে, তারা তাদের রবের শাস্তিকে ভয় করে, যে শাস্তি হতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নির্ভয় থাকতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যাকে নিরাপত্তা দান করেন সেটা স্বতন্ত্র কথা।

আর এ লোকগুলি নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে, তাদের স্ত্রী অথবা তাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবেনা। তবে কেহ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালংঘনকারী। এ দু'টি আয়াতের পূর্ণ তাফসীর **الْمُؤْمِنُونَ** (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ১) এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

**وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ** এরা আমানাত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আত্মসাৎ করেনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনা। এগুলি হল মু'মিনদের গুণাবলী। আর যারা এদের বিপরীত আমল করে তারা মুনাফিক। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে : 'মুনাফিকের লক্ষণ বা নিদর্শন তিনটি : কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং তার কাছে কিছু আমানাত রাখা হলে তা আত্মসাৎ করে।' (ফাতহুল বারী ১/১১১) অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, কথা বললে মিথ্যা বলে, কখনও কোন অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে, আর ঝগড়া করলে গালি দেয়। (ফাতহুল বারী ১/১১১) এরপর আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ তারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল। অর্থাৎ তাতে কম বেশি করেনা ও সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃতি জানিয়ে পালিয়েও যায়না। তারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কিছুই গোপন করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ

এবং যে কেহ তা গোপন করবে, নিশ্চয়ই তার মন পাপাচারী (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৩) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা তাদের সালাতে যত্নবান থাকে। অর্থাৎ সময় মত ওয়াজিব ও মুস্তাহাব পূর্ণভাবে বজায় রেখে সালাত আদায় করে। এ কথাটি এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, জান্নাতীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা শুরুতেও সালাতের উল্লেখ করেছেন এবং শেষেও করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কার্যসমূহে সালাতের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং এটা খুবই মর্যাদাপূর্ণ কাজ। এটা আদায় করা অত্যন্ত যত্নরী এবং এর হিফাযাত করা একান্ত কর্তব্য। সূরা মু'মিনুনে ঠিক এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা এসব বিশেষণ বর্ণনা করার পর বলেছেন :

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

তারাই হবে উত্তরাধিকারী, অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা বসবাস করবে চিরকাল। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ১০-১১) আর এখানে বলেছেন : তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্যবস্তু পেয়ে তারা আনন্দিত হবে এবং মহাসম্মান লাভ করবে।

৩৬। কাকিরদের হল কি যে,  
ওরা তোমার দিকে ছুটে  
আসছে -

۳۶. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
قَبْلَكَ مُهْطِعِينَ

৩৭। ডান ও বাম দিক হতে  
দলে দলে?

۳۷. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
الشِّمَالِ عِزِينَ

<p>৩৮। তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে?</p>	<p>۳۸. أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ</p>
<p>৩৯। না তা হবেনা, আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।</p>	<p>۳۹. كَلَّا إِنَّآ خَلَقْنَهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৪০। আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম -</p>	<p>۴۰. فَلَا أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ</p>
<p>৪১। তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠি তাদের স্থলবর্তী করতে; এবং আমি অক্ষম নই।</p>	<p>۴۱. عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ</p>
<p>৪২। অতএব তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।</p>	<p>۴۲. فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ</p>
<p>৪৩। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে -</p>	<p>۴۳. يَوْمَ تَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ</p>



৪৪। অবনত নেত্রে; হীনতা  
তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে;  
এটাই সেদিন, যে বিষয়ে  
সতর্ক করা হয়েছিল  
তাদেরকে।

۴۴. خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ  
تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ  
الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

### কাফিরদের অবিশ্বাসের কারণে তাদের প্রতি ভয় প্রদর্শন

মহামহিমাবিত আল্লাহ ঐ কাফিরদের উপর অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল, স্বয়ং তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল এবং তিনি যে হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন তা তাদের সামনেই ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর নিকট হতে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে তাঁর থেকে ছুটে পালাচ্ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত- সন্ত্রস্ত গর্দভ, যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ : ৪৯-৫১) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন : এই কাফিরদের কি হল যে, তারা ঘৃণা ভরে তোমার নিকট হতে সরে যাচ্ছে? কেন তারা ডানে বামে ছুটে চলছে? তারা বিচ্ছিন্নভাবে এদিক-ওদিক চলে যাচ্ছে এর কারণ কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আল আউফীর (রহঃ) রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, এর ভাবার্থ হল : তারা বেপরোয়াভাবে ডান-বাম হতে তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করে।

যাবির ইব্ন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে বিচ্ছিন্নভাবে দলে দলে বসতে দেখে বলেন : 'তোমাদের কি হল যে, আমি তোমাদেরকে এভাবে দলে দলে বসা দেখছি?' (তাবারী ২৩/৬২০, আহমাদ ৫/৯৩, মুসলিম ১/৩২২, আবু দাউদ ১/৫৬১, নাসাঈ ৩/৪)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে? না, তা হবেনা। অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এই যে, তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হতে ডানে-বামে বক্র হয়ে চলছে তখন তাদের এ চাহিদা কখনও পূরণ হতে পারেনা। বরং তারা জাহান্নামী দল।

এখন তারা যেটাকে অসম্ভব মনে করছে তার সর্বোত্তম প্রমাণ তাদের নিজেদেরই অবগতি ও স্বীকারোক্তি দ্বারা বর্ণনা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে : আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে। তা এই যে, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি দুর্বল পানি হতে। তিনি কি তাহলে তাদেরকে পুনর্বীর সৃষ্টি করতে পারবেননা? যেমন তিনি বলেন :

أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ২০) অন্যত্র বলেন :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সুতরাং মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্থলিত পানি হতে। ওটা নির্গত হয় পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে। নিশ্চয়ই তিনি তার পুনরাবর্তনে ক্ষমতাবান। যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষিত হবে, সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তা-রিক, ৮৬ : ৫-১০) এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ  
আসমান সৃষ্টি করেছেন, পূর্ব ও পশ্চিম নির্ধারণ করেছেন এবং তারকারাজির গোপন হওয়ার ও প্রকাশিত হওয়ার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন! ভাবার্থ হচ্ছে : হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যা ধারণা করছ ব্যাপার তা নয় যে, হিসাব-কিতাব হবেনা এবং হাশর-নশরও হবেনা। এসব অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ জনাই কসমের পূর্বে তাদের বাতিল ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং এটাকে এমনভাবে সাব্যস্ত করেন যে, নিজের পূর্ণ শক্তির বিভিন্ন নমুনা তাদের সামনে পেশ করেন। যেমন আসমান ও যমীনের প্রাথমিক সৃষ্টি এবং এই দু'টির মধ্যে প্রাণীসমূহ, জড় পদার্থ এবং বিভিন্ন নি'আমাতের বিদ্যমানতা। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫৭)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বৃহৎ হতে বৃহত্তম জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন তিনি ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিস সৃষ্টি করতে কেন সক্ষম হবেননা? অবশ্যই তিনি সক্ষম হবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُقْهُنَّ  
بِقَدَرٍ عَلَىٰ أَنْ يُخْزِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সবার সৃষ্টিতে কোন ক্লাস্তি বোধ করেননি? তিনি মৃতের জীবন দান করতেও সক্ষম। অনন্তর তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৩) অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ  
بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৮১-৮২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন : আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির— নিশ্চয়ই আমি তাদের এই দেহকে, যেমন এখন এটা রয়েছে, এর চেয়েও উত্তম আকারে পরিবর্তিত করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান। কোন জিনিস, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অপারগ ও অক্ষম করতে পারেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَّخَذَ عِظَامُهُ ۖ بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ ۖ

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবনা? বস্তুতঃ আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃ বিন্যস্ত করতে সক্ষম। ‘ (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৩-৪) আরও বলেন :

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ  
وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি এবং আমি অক্ষম নই তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমন এক আকৃতি দান করতে যা তোমরা জাননা। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ : ৬০-৬১) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন তা হল : নিশ্চয়ই আমি সক্ষম তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে তাদের স্থলবর্তী করতে, যারা হবে আমার পূর্ণ অনুগত, যারা আমার অবাধ্যাচরণ করবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ.

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ৩৮) তবে প্রথম ভাবার্থটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরবর্তী আয়াতগুলিতে এ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

فَذَرَهُمْ يَخْضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

তুমি তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মগ্ন থাকতে দাও, যে দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সেদিন তারা কাবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে। মনে হবে যেন তারা কোন একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হচ্ছে অবনত নেত্রে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, মনে হবে যেন তারা কোন পতাকা তলে জমায়েত হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে। আবুল আলিয়া (রহঃ) এবং ইয়াহইয়া ইব্ন আবী কাসির (রহঃ) বলেছেন যে, তারা যেন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধাবিত হচ্ছে। হাসান বাসরী (রহঃ) একে নুসুব’ উচ্চারণ করে পাঠ করতেন যার

অর্থ হচ্ছে মূর্তি। সেই ক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে : পৃথিবীতে তারা মূর্তি দেখলে উহার পূজা করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে অগ্রসর হত। তেমনিভাবে তারা যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা এত দ্রুত এগিয়ে যাবে যেন মনে হবে তাদের ভিতর এই প্রতিযোগিতা চলছে যে, কে প্রথম উহাকে স্পর্শ করবে। মুজাহিদ (রহঃ), ইয়াহইয়াহ ইব্ন আবী কাসির (রহঃ), মুসলিম আল বাতিন (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহ্‌হাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), আবু সালিহ (রহঃ), আসীম ইব্ন বাহদালাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেই দিন, যার বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। এটা হল দুনিয়ায় আল্লাহর আনুগত্য হতে সরে পড়া ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ফল।

সূরা মা'আরিজ এর তাফসীর সমাপ্ত।